দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...22 JUN 1987...
পৃষ্ঠা ... ...5 কলাম...1...

৭ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

শিক্ষাঙ্গনে

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড—এ কথাটি কারো আজ অজানা নয়। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা আর অতীতের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাথমিক শিক্ষা বাদ দিয়ে কেবল উচ্চ শিক্ষার সমালোচনা নেহাত নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও পরীক্ষায় নকলের যে প্রবণতা ঢুকেছে তা প্রতিরোধ সহজে সম্ভব নয়। পৃথিবীর উন্নত দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন শিক্ষা হিসেবে সর্বাগ্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমাদের দেশে এখনো তা সম্ভব হয়নি। কেন সম্ভব হয়নি তার কারণ এ দেশের মানুষ এখনো নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। বেশীর ভাগই পরনির্ভরশীল। অপরদিকে অনেকের নুন আনতে পানতা ফুরিয়ে যাওয়ার অবস্থা। সরকার প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষাখাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে, গরীবদের পড়ালেখার সুবিধার্থে বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। অথচ সরকার এ ব্যাপারে সচেতন নয়, এ বই কার সন্তানেরা পাচ্ছে। যদিও ২/৪টি গরীব সন্তানের স্কুলের যাওয়ার ভাগ্য জুটে কিন্তু শিক্ষা উপকরণের আকাশছোঁয়া দাম বলে নিরাশ হয়ে শিক্ষাঙ্গন হতে বিদায় নিতে হচ্ছে। অপরদিকে ধনীর ছেলেমেয়েদের অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ কিনতে তেমন অসুবিধা হয় না। এ বৈষম্যের দরুন এদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ মফস্বল অঞ্চলের প্রায়ই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলো পুরনো, জীর্ণ। যে কোন মুহূর্তে ঝড়-তুফানে ধসে পড়তে পারে। অন্যদিকে প্রায়ই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রীতিমত স্কুলে আসা-যাওয়া করেন না। যদিও আসেন সরকারী নির্ধারিত সময়সূচী মোতাবেক স্কুলে থাকেন না। মফস্বলের অনেক প্রাথমিক শিক্ষক তাদের খামার বাড়ীর কাজ সেরে স্কুল অভিমুখে যাত্রা করেন। পরীক্ষাকালে অনেক সময় শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র ছেলেমেয়েদের দিয়ে চেয়ারে বসে থাকেন। এ সুযোগে ছাত্র-ছাত্রীরা বাজারের সদ্যকেনা নোট বই খুলে পরীক্ষার সঠিক জবাব খাতায় লিখে আসে। প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন থেকে এ ধরনের সুযোগ পেলে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সময় যাতে আনাড়ী শিক্ষক নিয়োগ না হতে পারে, সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। এক উপজেলার শিক্ষক অন্য উপজেলায় বদলি করতে হবে, তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে। বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট মহল বিবেচনা করে দেখবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—মীর মোশাররফ হোসেন (রাটন)

গৃহশিক্ষক ও নকল প্রবণতা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি কোনমতেই সম্ভব নয়। আর এই শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষকরা হলেন দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক তৈরীর সর্বোৎকৃষ্ট কারিগর। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা দক্ষ নাগরিক হওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে থাকে। দেশের সর্বত্র যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্তই ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বক্ষেত্রে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু কারা এ দক্ষ নাগরিক গড়ে তুলবে? যাদের হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত তারা কি সুষ্ঠুভাবে এ দায়িত্ব পালন করছেন? আজ কাল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের পরিবর্তে গৃহশিক্ষকের পেশায় নিয়োজিত হওয়ার ব্যাপারে বেশী উৎসাহী হতে দেখা যায়। এমনও কথা শোনা যায় যে, ছাত্ররা যদি তাদের কাছে গৃহশিক্ষক হিসেবে না পড়ে, তবে পরীক্ষায় সে সব ছাত্রদের ফলাফল আশানুরূপ হয় না। ছাত্ররা শিক্ষকের কাছে পড়বে এটি আনন্দের কথা। এতে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক সুগভীর হয়। কিন্তু বাস্তবে কি তা হচ্ছে? সম্পর্কটা যেন আজকাল লেন-দেনের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হয়ে। শুধু তাই নয়, গৃহশিক্ষকদের অনেকে ছাত্রদের পুরো পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পড়াতেও বেশ অনীহা প্রকাশ করেন। পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্নপত্রের বিষয়গুলো সম্পর্কেই বেশী পড়ান। এতে ছাত্ররা পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারে বটে। কিন্তু তাতে তাদের জ্ঞানার্জনের পথ সীমিত হয়ে পড়ে। যেখানে সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলছে সেখানে এ ধরনের পাঠ্য মুখস্থ করে ছাত্ররা কি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে? যদিও এসএসসি-এর পূর্ব পর্যন্ত পরীক্ষাগুলোতে নিজেদের বাছাইকৃত নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখে কৃতিত্বের সাথেই উত্তীর্ণ হতে পারে। কিন্তু এসএসসি-এর চূড়ান্ত পরীক্ষায় এসব ছাত্র উপায়ন্তর না দেখে গ্রামের স্কুলের পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে নকলের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাই, দৃশ্যতঃ গৃহশিক্ষকগণও ছাত্রদের এই নকল প্রবণতার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে এর প্রতিকারে বাস্তবসম্মত পন্থা নিরূপনে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। নইলে এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—মোহাম্মদ আবুল কাসেম